**পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহ্বানে**
**বিকাশ ভবন অভিযান**
**২২ মার্চ, ২০১৮ বেলা ২টায়**
**জমায়েতের স্থান : আচার্য সদন করুণাময়ী, সল্টলেক**

নয়া উদার অর্থনীতি দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রেও পুরোদস্তুর থাবা বসিয়েছে। গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে কোন মাত্রায় বেসরকারীকরণ, বানিজ্যিকীকরণ ঘটেছে। বেসরকারী পুঁজির বেপরোয়া লগ্নীর সরকারী প্রভাব পড়েছে সরকারী ও সরকার পোষিত শিক্ষা জগতে। একদিকে শিক্ষাকে পন্য বানিয়ে মুনাফা লাভের নেশায় ব্যাঙে র ছাতার মত 'এডুকেশন শপিং মল' গড়ে উঠছে সারা দেশজুড়ে --- অন্যদিকে তাদের চাপে পড়ে সরকার ক্রমশ শিক্ষাজগতের ব্যয় বরাদ্দ কমাচ্ছে। নতুন করে শিক্ষা শিক্ষাকর্মী পদ সৃষ্টি তো হচ্ছেই না -- উল্টে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা শূন্যপদগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে নিয়োগের প্রক্রিয়া জারি থাকছে না। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত উচ্চশিক্ষায় অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা বাড়ছে। এই সময়ে নিয়োগের লক্ষ্য একটাই, সরকারী কোষাগারের চাপ কমিয়ে যথাযথ পারিশ্রমিক না দিয়ে স্থায়ী নিয়োগের যাবতীয় দায়দায়িত্ব এড়িয়ে পরিষেবা আদায় করে নেওয়া। চুক্তিভিত্তিক বা আংশিক সময় নিয়োগে প্রধান বৈশিষ্ট্যই চূড়ান্ত শোষণ। আমাদের রাজ্যে এই সমস্যা এখন মহীরুহের আকার ধারন করেছে। ব্যক্তি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বলি হতে হচ্ছে বিপুল সংখ্যক অতিথি, ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকদের।

এই অংশের শিক্ষক বন্ধুদের সমস্যা প্রতিদিন বাড়ছে বললে কম বলা হয়, বাজার অর্থনীতির জাঁতাকলে পড়ে তা ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে।ইট ভাটা টালিভাটায় রোজের ভিত্তিতে খাটা ঠিকা শ্রমিকগণ তাদের শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পান কোন প্রকার নিয়োগ পত্র ছাড়াই। দোকান কর্মচারী, মুটিয়া মজদুর সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবি মানুষের অধিকাংশই নিয়োগপত্র ছাড়া কাজ করেন তা আমরা জানি। দুঃখের হলেও একথা সত্যি যে এখন রাজ্যের কলেজগুলিতে সহস্রাধিক এমন অধ্যাপক আছেন যাঁরা অতিথি অধ্যাপকের পরিচয়ে নিয়মিত ক্লাশ নিচ্ছেন পরীক্ষার ডিউটি দিচ্ছেন ও খাতা দেখছেন: অথচ ভাবলে অবাক হতে হয় এঁদের হাতে কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ যেকোন দিন এঁদের তাড়িয়ে দিতে পারেন। এঁরা মজুরী পান কাজের ভিত্তিতে। তাই দীর্ঘ পুজা-অবকাশে আমরা সবাই যখন বেতনের সুবিধা ভোগ করি এঁদের পরিবার তখন অসহায় কারন ওঁরা এক পয়সা পাননি। অথচ খোজ নিলে দেখা যাবে গ্রামঞ্চলে এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে বস্তুত পঠনপাঠন ব্যবস্থাটায় ধরে রেখেছে এই সব শিক্ষক বন্ধুরা। এই তথ্য সরকারের অজানা আমরা তা বিশ্বাস করি না। বারবার বলা সত্ত্বেও সরকার এই সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অতিথি অধ্যাপকদের আর্থিক দায়ভার নেওয়ার প্রশ্নে হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন তা বুঝতে পারি না।

এই মুহূর্তে এই রাজ্যে কলেজগুলিতে চার ধরনের Ad-hoc Appointed Teacher আমরা দেখতে পাই -- (ক) সরকার অনুমোদিত স্থায়ী চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক (খ) সরকার অনুমোদিত আংশিক সময়ের শিক্ষক (গ) কলেজ নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও (ঘ) কলেজ নিয়োজিত অতিথি শিক্ষক। প্রথমোক্ত দুই category -র শিক্ষকগণ যেহেতু সরকারী Grant-in-Aid আওতাভুক্ত তাই নিঃসন্দেহে তারা কিছুটা বাড়তি নিরাপত্তা ভোগ করেন কিন্তু এদের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই বললে ভুল বলা হবে। প্রথমত এদের চাকরির মেয়াদ পূবর্তন সরকারের আমলে নির্ধারিত হলেও অন্যান্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী অদ্যাবধি ঠিক হয়নি এঁরা Ph.d করার সময় Course work - এর ছুটি চাইলে বাধা পান। Course work,Project বা অন্যান্য কাজে আবেদন করতে গিয়ে বাধার সম্মীখীন হন। এঁদের অন্যান্য ছুটির তালিকা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি। সরকারীখাতে টাকা পান অথচ এদের Provident Fund কাটা হয় না। ফলে এঁরা অবসরকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। Gratuity বাবদ এঁদের প্রাপ্য যে টাকা তা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকার ইদানীং চূড়ান্ত গড়িমসি করছে। মাঝে সরকারী আদেশনামায় workload বেড়ে যাওয়ার কারণে এঁদের অনেককেই এখন সপ্তাহের পাঁচদিন কলেজে আসতে হয় (গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলিতে ছয়দিন আসতে হয়) অথচ এঁদের সাম্মানিক সেই তুলনায় আদৌ বাড়েনি।

শেষের দুই category-র অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণ সর্বাধিক বঞ্চনার শিকার। এঁদের না আছে সাম্মানিক, না আছে চাকরির ন্যুনতম নিরাপত্তা। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই সব শিক্ষক কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে চরম লাঞ্ছনার শিকার। উপরোন্তু শাসকদলের শিক্ষক সংগঠনের চোখ রাঙানি তো আছেই। যেহেতু আংশিক সময়ের শিক্ষক মাত্রেই বছরে একবার renewal বাধ্যতামুলক তাই একেই হাতিয়ার করে শাসক দলের শিক্ষক সংগঠন সদস্যপদ বাড়ায় এবং এই সব শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ওয়েবকুটার সভ্যপদ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতদসত্ত্বেও যে সব আংশিক সময়ের শিক্ষক বন্ধু সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করেছেন তাদের কুর্নিশ জানাই। যে বন্ধুরা পথে নেমে সরকারী বঞ্চনার বিরুদ্ধে শত অত্যাচার সহ্য করে ধারাবাহিকভাবে লড়াই আন্দোলন জারি রেখেছেন তাদের অভিনন্দন জানাই। অধ্যাপক সমিতি মনে করে এই সকল শিক্ষককে এক ছাতার তলায় এনে ঐক্যবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করা জরুরী। একমাত্র WBCUTA-ই পারে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে।

এখনকার যুগে সংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে কর্মসংকোচন চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। বাজারের শর্ত মেনে অল্প মজুরী অস্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ীপদকে দীর্ঘ মেয়াদে আটকে রাখা হচ্ছে। কখনও তামাদি হয়ে যাচ্ছে সেই পদগুলি। নতুন পদ সৃষ্টি তো দুরহস্ত, চালু শূন্য পদগুলির সংখ্যাও ক্রমহ্রাসমান। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রেও Ad-hoc ভিত্তিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই আমাদের আন্দোলন কর্মসূচীর অগ্রাধিকারের অভিমুখ স্থির করা জরুরী। সেই সঙ্গে প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও খানিকটা বদল ঘটানোর। দুঃখের হলেও একথা বলতে হচ্ছে যে অল্প হলেও এখন কিছু কলেজে আংশিক ও অতিথি শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই কাজে যুক্ত আমরা সবাই অথচ ভাবনায় ফারাক থেকে গেছে বিস্তর। এ লজ্জা আমাদের সবার। এ লজ্জা আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।

অধ্যাপক সমিতি মনে করে বর্তমান সময়ে এই সব Ad-hoc শিক্ষকদের আন্দোলন ব্যতিরেকে স্থায়ী শিক্ষকদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবি, Ad-hoc ভিত্তিতে নিযুক্ত সকল শিক্ষকের জন্য সুনির্দিষ্ট পে-স্কেল ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রণয়ন করতে হবে। ইতিমধ্যে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রায় দিতে গিয়ে সমকাজে সম-মজুরী দানের কথা বলেছেন। এই সব শিক্ষক বন্ধুরাই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেন? অধ্যাপক সমিতি প্রতিটি জেলায় এই শিক্ষক বন্ধুদের নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মত বিনিময় বৈঠক আয়োজন শুরু করেছে। প্রয়োজনে আমরা এই সমস্ত শিক্ষক বন্ধুদের ন্যায় সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আদালতের শরনাপন্ন হতে দ্বিধা করবো না। এঁদের শিক্ষক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সমিতির সকল সদস্য যোগ দেবেন আশা রাখি।

**আমাদের দাবি :**

**রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত সর্বস্তরের আংশিক, অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের :**

* **সমকাজে সম-বেতন প্রদান**
* **চাকুরীর নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট শর্তাবলী প্রণয়ন**
* **সমস্ত প্রকার আংশিক, অতিথি ও কলেজ নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক ও গ্রন্থাগারিকদের সরকারী পে-প্যাকেট - এর আওতাভুক্ত করা**
* **'শিক্ষক' মর্যাদার সঙ্গে পেশাগত কর্মসম্পাদনের অধিকার**

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ কর্তৃক প্রকাশিত।